W. B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA - 91

NOTE SHEET

115/WBHRC/SMC/17.

24-03-2017

Enclosed is the news item clipping of the Bartaman, a Bengali daily dated 24th March, 2017, the news is captioned "রিষড়া সেবাসদনে চিকিৎসক আত্মঘাতী, মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ কর্মীর"

It appears from the news report that SDO, Sreerampore is the Chairman of ad hoc committee of Rishra Seva Sadan. So District Magistrate, Hooghly is directed to submit a detailed report within 26th April, 2017 after obtaining it from S.D.O., Sreerampore so that West Bengal Human Rights Commission can make appropriate recommendation to the State Government.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

Encl : News Item dt.24-03-2017

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC. & inform concerned newspaper.

বর্তমান

রিষড়া সেবাসদনের চিকিৎসক আত্মঘাতী, মুখ্যমন্ত্রীর দ্বা

বিএনএ, চুঁচুড়া: আর্থিক সমস্যা মেটাতে প্রথমে স্থানীয় প্রশাসন, এমনকী চলতি সপ্তাহেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হয়েছেন রিষড়া সেবাসদনের কর্মীরা। সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন বলেও মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন। তারই মাঝে দীর্ঘদিন ধরে পাওনা টাকা না পেয়ে বুধবার সন্ধ্যায় ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হন চার দশকেরও বেশি সময় ধরে রিষড়া সেবাসদনের সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসক রেবতী মোহন ঘোষ (৮০)। ঘটনার কথা চাউর হতেই শহরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মর্মান্তিক এই ঘটনার খবর পেয়ে বুধবার সন্ধ্যাতেই সেবাসদনের সামনে রাস্তা অবরোধ করেন সহকর্মীরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে রেবতীবাবুর মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর তাঁর সহকর্মীরা রিষড়া সেবাসদনে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসককে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর পর পরিবারের সদস্যরা মৃতদেহ সৎকার করার জন্য নিয়ে যান। শুধু রেবতীবাবুই নয়, প্রায় দশ মাস ধরে বেতন না পাওয়ায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন সেবাসদনের অন্য কর্মীরাও। টাকা না পাওয়ায় কীভাবে সংসার চালাবেন, তা নিয়ে দিশেহারা অধিকাংশ কর্মী। দ্রুত সেবাসদনের হাল ফেরানোর পাশাপাশি কর্মীদের বকেয়া বেতন দিতে না পারলে, আগামী দিনে ফের এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন কর্মীদের একাংশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক বছর আগেও এই সেবাসদনে চোখ, কান, গলা, অর্থোপেডিক, প্রসূতি, মেডিসিন, কার্ডিওলজি, চর্ম, ক্যানসারের মতো রোগের চিকিৎসা করা হতো ২০ থেকে ১০০ টাকার টিকিটের বিনিময়ে। প্রতিদিন বিভিন্ন বিভাগের আউটডোরে কমপক্ষে ৩০০ জনের লাইন পড়ত। এছাড়াও ১৫০টি বেডের হাসপাতালের ইনডোরে ১২০ থেকে ১২৫ জন রোগী ভরতি থাকতেন। শুধু তাই নয়, ১০ বেডের এসএনসিউ ও ১০ বেডের আইসিসিইউসহ রক্ত, মল-মূত্রের সাধারণ পরীক্ষা ছাড়াও এক্সরে, ইসিজি, আলট্রাসোনোগ্রাফিরও ব্যবস্থা ছিল। শুধু তাই নয়, পেডিয়াট্রিক বিভাগ, পেসমেকার ইউনিটও রমরমিয়ে চলত। কিন্তু বছর তিনেক আগে থেকে হাসপাতালটি ক্রমশ গরিমা হারাতে শুরু করে। অডিট রিপোর্ট ঠিকভাবে জমা করতে না পারায়, সরকারি সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়।

এরপর থেকেই ভালো চিকিৎসকরা রিষড়া সেবাসদন থেকে নিজেদের সরিয়ে নিতে থাকেন। পরিবর্ত হিসাবে চিকিৎসক আনা হলেও, পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। ফলে দিনের পর দিন রোগীর সংখ্যা কমতে থাকে। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কমতে থাকে চিকিৎসক ও হাসপাতালের কর্মীর সংখ্যাও। চিকিৎসক না থাকায় বছর খানেক আগে বন্ধ করে দেওয়া হয় পেডিয়াট্রিক ইউনিট ও আলট্রাসোনোগ্রাফি। দীর্ঘদিন ব্যবহার না হওয়ায় ওই দুই বিভাগের লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিস পড়ে নষ্ট হচ্ছে। একই অবস্থা আইসিইউ ও ভেন্টিলেশন বিভাগেরও। বর্তমানে হাসপাতালটি আউটডোর নামমাত্র

শিক্ষকদের বদলি